আদর্শ প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও নিয়মাবলী

কৃষিকাজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর মুখ্য জীবিকা । শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল । রাজ্যের কৃষকদের ৯৫.৪ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক,যাদের অধীনে মোট কৃষি জমির ৮৪ শতাংশ মালিকানা ।
বর্তমান Liberalization ,Privatization, Globalization পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য ধান, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ ও অন্যান্য শাক-সব্জীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরী ও তার মাধ্যমে উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদ তৃণমূলস্তরে সকল কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী । **'আদমী'** প্রকল্পের মাধ্যমে এই সকল কৃষি প্রদর্শণ ক্ষেত্র যত্নসহকারে অগ্রনী কৃষকের মাধ্যমে রূপায়িত করা ও তার সুফল বাকী কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া জন্য আদর্শ প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ।
জেলায় নিযুক্ত কৃষি বিশেষজ্ঞ ও অগ্রনী কৃষকের ভূমিকা নীচে আলোচনা করা হল ।

আদর্শ প্রদর্শন ক্ষেত্র

প্রদর্শন ক্ষেত্রটি **'সুসংহত শস্য ব্যবস্থাপনার '** (ICM) মাধ্যমে রূপায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

- বীজগুলি ভালো জাতের হতে হবে

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে জৈব-অজৈব সার ও অণুখাদ্য নির্দিষ্ট হারে ও সঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে হবে

- নির্দিষ্ট পরিমান বীজ ব্যবহার করতে হবে
- সঠিক সময়ে বীজ বপন করতে হবে
- সুসংহত রোগ-পোকা-আগাছা দমনের মাধ্যমে রোগ-পোকা দমন করতে হবে
- **'শ্রী '** পদ্ধতিতে ধান চাষ
- কম খরচে জীবানু-মুক্ত সব্জী চারা উৎপাদন করতে হবে
- যাবতীয় উপকরণ যেমন, বীজ,সার,কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চাষ শুরুর দুই সপ্তাহ আগে প্রদর্শন ক্ষেত্রে পৌঁছে যাওয়া প্রয়োজন
- প্রদর্শন ক্ষেত্রে সেচনালা তৈরীর জন্য পাইপ লাইন,ক্ষুদ্র-সেচ ব্যবস্থার কাঠামো তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন আগে থেকে সম্পূর্ণ করতে হবে যাতে চাষের কাজ ব্যাহত না হয়
- জমি তৈরী থেকে ফসল উৎপাদন পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে

অগ্রণী কৃষক নির্বাচন

- অগ্রণী কৃষক নির্বাচন করার আগে জল ব্যবহারকারী সমিতির সাথে আমদী প্রকল্প সম্বন্ধে (অর্থাৎ আদমী প্রকল্প কী ,কেন, লক্ষ্য, উদেশ্য,কাদের জন্য , লক্ষ্য পূরণের উদেশ্যে কার কী ভূমিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে) পর্যায়ক্রমে **সচেতনতা শিবির সংগঠিত করা ও উৎসাহিত করা অবশ্য করণীয় একটি পদক্ষেপ**

- একজন অগ্রণী কৃষক ভাইকে জল ব্যবহারকারী দল থেকে নির্বাচিত করতে হবে, যিনি স্ব-ইচ্ছায় একর /বিঘা জমিতে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে চাষ করবেন
- কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে প্রদর্শণ ক্ষেত্রগুলি তৈরী করবেন
- চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম অগ্রণী কৃষক দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন
- অগ্রণী কৃষক প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বীজ, সারসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি শুধুমাত্র প্রদর্শিত ক্ষেত্রটিতে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন
- কৃষি বিশেষজ্ঞ ও জল ব্যবহারকারী সমিতির পরামর্শক্রমে অগ্রণী কৃষক উৎপাদিত বীজ পার্শবর্তী চাষী বা পার্শবর্তী গ্রামে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন
- অগ্রণী কৃষক প্রদর্শিত ক্ষেত্রটির পাশে প্রদর্শন ক্ষেত্রটির কিছু পরিমাণ ছোট প্লটে নিজ পদ্ধতিতে (কন্ট্রোল প্লট) চাষ করবেন,যাতে প্রদর্শিত ক্ষেত্র ও কন্ট্রোল প্লটের তফাৎ অনুমান করা সম্ভব হয়
- বিভিন্ন প্রদর্শন ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন অগ্রণী কৃষক চিহ্নিত করতে হবে, যাতে বিভিন্ন চাষী বার বার প্রকল্পের গুণগত দিকগুলি নিজেরা বুঝতে পারেন।
- প্রদর্শনী ক্ষেত্রটি রাস্তার ধারে হতে হবে, যাতে ঐ জমিটিতে যে যে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ হচ্ছে বা হয়েছে ঐগুলি সবাই যেন দেখতে পায়
- চাষীদের নানান **প্রশিক্ষন ও "ফার্মাস ফিল্ড ডে"** প্রদর্শনী ক্ষেত্রটির আশেপাশে হওয়া বাঞ্ছনীয়
- প্রদর্শনী ক্ষেত্রটি এমনভাবে সমতলীকরণ করতে হবে,যাতে জলসেচের ব্যবহার সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।
- প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলি জলের উৎসের কাছে একটি, মাঝে একটি ও জলের উৎসের শেষ মাথায় একটি হওয়া বাঞ্ছনীয়
- জল ব্যবহারকারী সমিতির সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে কৃষি বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত বিষয়গুলি কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্রটি নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন
- এই কাজগুলি সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রদর্শনী ক্ষেত্রটিতে চাষ শুরু হয়ার দু-মাস আগে থেকে সম্পূর্ণ করে রাখবেন

- প্রদর্শনী ক্ষেত্র এলাকার চাষীদের সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করা
- এলাকার সকল চাষীদের নতুন প্রযুক্তি অনুসরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা
- দৈনিক মাঠের অগ্রগতি তদারকী ও লিপিবদ্ধ করা
- কৃষি বিশেষজ্ঞ ও চাষীভাইদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করা
- নতুন প্রযুক্তি যাতে এলাকার বাকী চাষীভাইরা অনুসরণ করেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা (আগামী মরশুমে কতজন চাষী নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করবেন তার পথ-নির্দেশিকা/পথ-মানচিত্র)

প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ:

- যেহেতু প্রদর্শন ক্ষেত্রটি একজন চাষীর মাধ্যমে রূপায়িত করা হবে তাই জল ব্যবহারকারী সমিতির সকল সদস্য যাতে আগে থেকে জানতে পারেন যে এই প্রদর্শীত ক্ষেত্রটিতে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে যে সকল সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তা যেন বাকী সকল চাষীভাইরা গ্রহন করতে পারেন তার জন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করা হয় তার জন্য নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহন।
- প্রদর্শন ক্ষেত্রটিতে সুসংহত শস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি প্রদান ও কন্ট্রোল প্লটে কোনরূপ কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই চাষী তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবেন
- অধিক ফলনের লক্ষ্যে চাষীদের সম্পূর্ণ ফসলের জীবনকালে মধ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়গুলিতে (Vegetative stage, Tillering stage , Reproductive stage, , Harvesting etc) চাষীভাইদের প্রশিক্ষিত করাবেন
- প্রশিক্ষণের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জল ব্যবহারকারী সমিতির তত্বাবধানে স্থানীয় সাধারাণ ভাষায় লিফলেট, মাইকিং বা বাড়ী-বাড়ী আমন্ত্রনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার সংগঠিত করা আবশ্যক
- বীজতলা তৈরীর সময় Plant population / seeding density উপর বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক
- মাটি পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহন
- প্রদর্শন ক্ষেত্রটিতে সুসংহত শস্য ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করতে হবে যাতে কন্ট্রোল প্লটের সাথে তফাৎ সহজে নজরে আসে

Enclosure-I

অগ্রণী কৃষক কী কী পরিবর্তন আনতে পারে

- উচ্চ ফলনশীল,রোগ-পোকা সহনশীল পুষ্ট নিরোগ জাতের বীজ ব্যবহার
- মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে ফসলের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সঠিক সময়ে অজৈব সার প্রয়োগ
- বীজ শোধনের মাধ্যম ও বীজতলা যতটা সম্ভব আগাছার বীজ,রোগের জীবানু,শত্রু পোকার ডিম বা লার্ভা মুক্ত করে বীজ বপন
- সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাপের (দৈর্ঘ্য,প্রস্ত,উচ্চতা) নির্দিষ্ট দিকে (পূর্ব-পশ্চিম বরাবর) জল নিকাশীর ব্যবস্থা রেখে আদর্শ বীজতলার জমি তৈরী
- বীজতলা ও মূল জমি তৈরীর সময় জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গুরুত্ব
- চাষের কাজে জলের সুষম ব্যবহার (কতবার,কোন সময়,কী পদ্ধতিতে)
- ফসলের বীজ বা চারা নির্ধারিত দূরত্ব অনুসারে (অর্থাৎ গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারি) নির্দিষ্ট রাখা
- সঠিক সময়ে আগাছা পরিষ্কার করা
- সঠিক সময়ে (শত্রু পোকার আক্রমন ও রোগের সংক্রমন এবং ক্ষতির পরিমান) নির্দিষ্ট মাত্রায় জৈব কীটনাশকে ব্যবহার
- কৃষি যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার
- সঠিক সময়ে ফসল তোলা
- উৎপাদিত শষ্যের সঠিকভাবে গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

'ফার্মাস ফিল্ড ডে' সংগঠিত করা

- 'ফার্মাস ফিল্ড ডে' সংশ্লিষ্ট প্রদর্শন ক্ষেত্রের আশেপাশে হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে উপস্থিত সকল চাষীভাইরা প্রদর্শন ক্ষেত্র ও কন্ট্রোল প্লটের সাথে তফাৎ সহজে বুঝতে পারেন
- ফসল কাটার ৭-১০ দিনে পূর্বে ফার্মাস ফিল্ড ডে সংগঠিত করা প্রয়োজন
- 'ফার্মাস ফিল্ড ডে' আয়োজনের দিন এলাকার কৃষি প্রযুক্তিবিদ,কৃষি আধিকারিক, উদ্যান পালন আধিকারিক,মৎস্য আধিকারিক ও অন্যান্য বিষয় বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন
- 'ফার্মাস ফিল্ড ডে' তে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত চাষীভাইদের সামনে প্রদর্শন ক্ষেত্রটিতে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ কী কী প্রয়োগ করেছেন, কীভাবে, কখন,অগ্রণী চাষীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরবেন এবং সেগুলি লিফলেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রসার করবেন
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থিত চাষীভাইরা বিভিন্ন বিষয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞগণের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন

  'ফার্মাস ফিল্ড ডে' তে সংশ্লিষ্ট সঞ্চালক (কৃষি বিশেষজ্ঞ) উপস্থিত চাষীভাইদের প্রশ্ন করতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে:

- কোন সময়ে কী কী চাষ করা প্রয়োজন
- কোন জায়গা থেকে চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ (বীজ,সার ইত্যাদি)পাওয়া সম্ভব
- কার কার কাছে ও কোন জায়গায় গেলে চাষ- আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাওয়া যায়
- রোগ-পোকা আগাছা দমনের জন্য কী কী ও কখন প্রোয়গ করা প্রয়োজন
- প্রদর্শন ক্ষেত্রটিতে ফসল কাটার দিন 'ফার্মাস ফিল্ড ডে' তে আগে থেকে ঘোষনা করা ,যাতে উক্তদিনে এলাকার চাষীভাইরা উপস্থিত থেকে উন্নত প্রযুক্তিতে উৎপাদিত ফলন নিজেরা দেখে উৎসাহিত হয়ে নিজেরাই একই পদ্ধতিতে চাষ করতে উদ্যোগী হয়

প্রদর্শন ক্ষেত্র রূপায়ণ করার উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে যখন এলাকার পাশ্ববর্তী চাষীভাইরা নতুন প্রযুক্তিগুলি নিজের মাঠে পরবর্তী মরশুমে নিজ উদ্যোগে প্রয়োগ করবেন ।
একে কার্যকরী করে তোলার জন্য মরশুম শুরুর অনেক আগেই তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির নানান দিক সম্বন্ধে বিশদ আলাপ-আলোচনা করবেন, গ্রামের সকল চাষীভাইরা যাতে উন্নত প্রথায় চাষের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তার জন্য দপ্তরের বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প যেমনRKVY,NFSM,NHM,BGREI ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধাগুলি সাহায্য পেতে পারেন।

কৃষি প্রদর্শণ ক্ষেত্র সফলতার মূল্যায়ণ ও তার মাপকাঠি :

কৃষি প্রদর্শণ ক্ষেত্রের সফলতা মূলত দুটি পর্যায়ে করা যেতে পারে
প্রথমত: উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদর্শণ ক্ষেত্রটির উৎপাদিত ফলন ও কন্ট্রোল প্লটের উৎপাদিত ফলনের তফাৎ পর্যালোচনা করা ।
দ্বিতীয়ত: প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত গ্রামগুলিতে কত শতাংশ চাষিভাই উপরোক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেদের জমিতে প্রয়োগের মাধ্যমে ফলন বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হলেন ।
নিম্নলিখিত মাপকাঠির সাহায্যে আমরা বুঝতে পারবো যে কতজন চাষী এই সকল প্রযুক্তি গ্রহন করতে সক্ষম হলেন :

- কতজন চাষী নতুন প্রযুক্তি গ্রহন করতে সক্ষম হয়েছেন (এটা ঠিক যে নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে সকল চাষী সকল প্রযুক্তি নিজের মাঠে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন না, কিন্তু কিছু কিছু প্রযুক্তি গ্রহন করবেন যা তাঁদের শস্যের ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।)
- কত পরিমান জমিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে
- চাষীর কত পরিমান /শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে

সাধারণভাবে বলা যায়, যে সকল চাষীভাই নিজ জমিতে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছেন তাঁদের উৎপাদিত ফলনের হার কৃষি প্রদর্শণ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফলনের তুলনামূলক হারে কম হবে । কিন্তু উন্নত প্রযুক্তির প্রসারে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাপকাঠি যে এলাকার বহু চাষভাইরা এই সকল প্রযুক্তির ব্যবহার আয়ত্ব করার চেষ্টা করছেন । এই সকল প্রযুক্তির ধারাবাহিক ব্যবহারের ফলে তাঁদের জমিতে ফলনের হার বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকার অনেক কৃষক পরিবার কম খরচে বেশী পরিমাণ ফলন বাড়ীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন ।